62

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 8 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

নট্রামসে অনিয়ম-দুর্নীতি সর্বস্তরে

কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও জালিয়াতি ।। মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রহস্যজনক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বগুড়া, ৭ই জানুয়ারি।- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও নট্রাম্‌স পরিচালক মোঃ আবদুল মান্নান সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইনতো নয়ই, কথিত 'নট্রামস্ কোড'ও মানছেন না। শুধু তাই নয়, অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তিকে সরকারি বিধি লংঘন করে নিয়োগ করা হয়েছে নট্রামস্-এ। পাশাপাশি পরিচালক নিজের ও কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও জালিয়াতি করছেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রেও কোন নিয়ম মানছেন না নট্রামস্ পরিচালক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ১৫ বছরে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ১শ' কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত করেছেন পরিচালক। এসব ঘটনা জানানোর পরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নট্রামস্ পরিচালকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো নেয়নি বরং যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী অন্যায়ের বিচার ও চাকরি ফিরে পেতে মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন তাদের অনেকেরই নথি হারিয়ে গেছে, আবার অনেকেরই ফাইল চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

নট্রামস্ হলো এমনই একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা হয়নি। পরিচালক পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হলো ঃ দপ্তর বিজ্ঞানে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা। এছাড়া থাকতে হবে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, আরো থাকতে হবে গবেষণালব্ধ প্রকাশনা, দাপ্তরিক গবেষণা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। তবে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক ও প্রবর্তক হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। উপ-সচিব পদমর্যাদার ঐ পদে এখন দায়িত্ব পালন করছেন ডিগ্রি পাস মান্নান সরকার। নট্রামস্-এর '৮৬-'৮৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে তার

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) বলা হয়েছে। এখন অবশ্য তিনি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর হিসেবে দাবি করেন। রাজশাহীর মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রাতারাতি তাকে প্রফেসর বানিয়ে দিয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানটি তাকে প্রফেসর পদবি দিয়েছে, তাদের এই পদবি দেয়ার ক্ষমতা আছে কিনা তা নিয়ে এখন অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে মান্নান সরকার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাস্টার্স প্রিভিয়াস পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। তার শিক্ষাগত আরো যোগ্যতা সম্পর্কে 'ডস প্রম্পট' নামে একটি ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, তিনি তোসিবা এবং আই,বি,এম কোম্পানি থেকে বিশেষ ডিগ্রি নিয়েছেন। তোসিবা ইলেক্ট্রোনিক্স কোম্পানি আর আই,বি,এম একটি কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো কোন ডিগ্রি দিতে পারে না।

শুধু নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই নয়, কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও জালিয়াতি করছেন তিনি। তার প্রমাণ হলো ঃ নট্রামস্-এর একটি অফিস নির্দেশ। গত ২৯শে অক্টোবর জারি করা ঐ অফিস নির্দেশে দেখানো হয়েছে কম্পিউটার বিভাগের প্রধান এস, এম সামছুল ইসলাম প্রকৌশলী অথচ তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাস করেছেন।

কথিত নট্রামস্ কোডে বলা হয়েছে, পরিচালক পদে নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে সরকার এবং বোর্ড অফ গভর্নসের। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বোর্ড অফ গভর্নস্ গঠন করেছে, সে বোর্ড অফ গভর্নসের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঐ বোর্ড নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালককে প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করবে। এছাড়া প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করবে। কোথাও বলা নেই বোর্ড, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি দিতে অথবা চাকরিচ্যুত করতে পারবে। অথচ শিক্ষাগত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কম হওয়া সত্ত্বেও সরকারি বিধি লংঘন করে সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে চাকরি দেয়া হয়েছে পরিচালকের ভায়রা বাবুল আকতারুজ্জামান, রহিমা খাতুন, আবদুস সালাম, শাহাদৎ হোসেন, সালমা আখতার, সহকারী প্রকৌশলী জাকারিয়া, [redacted] (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) ফজলে রাব্বাসহ অনেককেই।

কথিত নট্রামস্ কোডে দেয়া যে ক্ষমতাবলে পরিচালক যখন যাকে খুশি নিয়োগ অথবা চাকরিচ্যুত করেন সে কোর্ডের আইন মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নেই। কোর্ডের অনুমোদন সম্পর্কে আইন মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, "ইহা কোন আইনও নয়, কোন আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রণয়নও করা হইতেছে না"।